শাইখ-পরিচিতি

শাইখ হারিস বিন গাজি আন-নাজারি রহি. এর স্মরণে

শাইখ ইবরাহিম আর-রুবাইশ রহিমাহুল্লাহ.

মুয়াজ মুহাম্মদ
অনূদিত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

শাইখ হারিস বিন গাজি আন-নাজারি রহ. বলেন:

لقد أدرك المؤمنون المخلصون فضل الجهاد والاستشهاد، فنفروا والعوائق في طريقهم، والأعذار حاضرة لوأرادواالتمسك بها، ولكن باعوا أنفسهم لله، يبتغون رضوان الله، ففتح الله لهم القلوب قبل فتح الأرض، وأعزهم كلمة الله وأعزهم بكلمة الله...

'জিহাদ ও শাহাদাতলাভের ফজিলত মুখলিস মুমিনগণ উপলব্ধি করতে পেরেছে। তাই শত বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে তারা বেরিয়ে পড়েছে। প্রস্তুত আছে অসংখ্য অজুহাত, তারা চাইলে সেগুলোর দোহাই দিতে পারে। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তারা নিজেদের বিক্রয় করে দিয়েছে। ফলে ভূখন্ড জয় করার আগেই আল্লাহ মানুষের অন্তর তাদের জন্য জয় করে দিয়েছেন। আল্লাহর কালিমাকে সম্মানিত করেছেন তাদের মাধ্যমে। আর আল্লাহর কালিমার মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন তাদেরকে।'

فَدَتْ نَفْسِ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينِي	فَوَارِسَ صَدَّقتْ فِيهِمْ ظُنُونِي
فوَارِسَ لاَ يَمَلُّونَ المنَايَا	إذا دَارَتْ رَحَى الْحَرْبِ الزَّبُونِ
وَلاَ يجَزُونَ مِنْ حَسَنٍ بِسَيْئ	وَلاَ يَجزُونَ مِنْ غِلْظٍ بِلِينِ
وَلاَ تَبْلَى بَسَالَتُهُمْ وَإِنْ هُمْ	صُلُوا بِالْحَرْبِ حِيناً بَعْدَ حِينِ

(الشاعر: أَبُو الغول الطهوي)

'আমার জান-মাল সেসব অশ্বারোহীর তরে উৎসর্গিত, যারা তাদের ব্যাপারে আমার ধারণা সত্যায়ন করেছে। যখন ঘোরতর লড়াই বেধে যায়, অক্লেশে তারা লড়ে যায় মৃত্যুর মুখোমুখি। সদ্ব্যবহারের প্রতিদানে তারা দুর্ব্যবহার করে না, কঠোরতার বিপরীতে তারা দেয় না ছাড়। দীর্ঘকাল ধরে লড়াই চালিয়ে গেলেও–বিন্দুমাত্র ভাটা পড়ে না তাদের বীরত্বে।'

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত হোক, আর সালাত ও সালাম নাজিল হোক শ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল আমাদের নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কেরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাদের অনুসরণ করবে–সকলের ওপর।

শিরকের মূলোৎপাটন ও আল্লাহর ইবাদতের বাস্তবায়নে জিহাদ ও দাওয়াত একে অপরের পরিপূরক। একজন মুজাহিদের জিহাদ যদি এই দ্বীনের প্রসার ও তার দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের ষড়যন্ত্র নির্মূলের উদ্দেশ্যে না হয় তাহলে সে আল্লাহর পথের মুজাহিদ নয়। পক্ষান্তরে, দায়ির দাওয়াত সাফল্যের চূড়ান্তে পৌঁছতে পারে না, যতক্ষণ না সেটির সুরক্ষা দিতে পারে এমন কোনো শক্তি তার সাথে মিলিত হয়। এজন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعةِ بالسَّيفِ حتَّى يُعْبَدَ اللهُ تعالَى وحدَه لا شريكَ له

‘কিয়ামতের পূর্বলগ্নে আমাকে তরবারি সহকারে পাঠানো হয়েছে, যাতে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা হয়, যার কোনো শরিক নেই।’

ইসলামের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাসের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে একদল আলিম মুজাহিদের কীর্তি, যারা লিখনি ও বক্তৃতার মাধ্যমে যেমন জিহাদ করেছিলেন, ঢাল-তলোয়ারের জিহাদেও ছিলেন অগ্রভাগে। তারা ইলমের চর্চা, প্রসার আর আল্লাহর পথে দাওয়াতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন। জিহাদের ডাক শুনতে পেলেই আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনে শাহাদাতলাভের বাসনা নিয়ে ছুটে যেতেন। এভাবে জীবনবাজি রেখে প্রমাণ দিতেন–তাদের দাওয়াত ও পয়গাম কতটুকু খাঁটি!

সাহাবায়ে কেরাম রা. জিহাদে বের হওয়ার সময় কারি ও আলিমদেরকে সঙ্গে নিতেন। অন্যদের মত তাদেরও পোহাতে হত নানা ক্লেশ ও দুর্ভোগ। তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল শুধুই সর্বোচ্চ অবিচলতা ও আন্তরিকতা; কেননা তাঁরা কুরআনের বাহক। আল্লাহ নিজ কিতাবের মাধ্যমে তাঁদের সম্মান দান করেছেন। ইতিহাসে অমর হয়ে আছে ইবনেমাসউদ, ইবনে আব্বাস, আবু হুরাইরা, আবু মুসা আশআরি রা. প্রমুখ উলামায়ে সাহাবার জিহাদের বর্ণনা। তাঁদের মতই দাওয়াত ও জিহাদের সমন্বিত পথে চলেছেন অসংখ্য আলিম মুজাহিদ। সিরাতের কিতাবসমূহ তাদের কীর্তিগাঁথায় ভরপুর–ইলমচর্চা, শিক্ষাদান, দাওয়াত, জিহাদ কোনোটিই বাদ নেই। এই ধারা আজো অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহর অনুগ্রহে প্রকৃত আল্লাহভীরু আলিমগণ মহান পূর্বসূরীদের কাফেলায় শামিল হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করছেন। শাইখ আব্দুল্লাহ আজ্জাম, শাইখ আনওয়ার শাবান, শাইখ আবু আমর আস-সাইফ, শাইখ ইউসুফ আল-উওয়াইরি, শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-লিবি, শাইখ আতিয়াতুল্লাহ আল-লিবি আরো অগণিত উলামা, যাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহই জানেন। জাজিরাতুল আরবে আমাদের সঙ্গে ছিলেন শাইখ আনওয়ার আউলাকি, শাইখ মুহাম্মদ উমাইর, শাইখ জায়িদ আদ-দাগারি, শাইখ আদিল আল-আব্বাব, শাইখ আহমাদ ফুরহুদ প্রমুখ। আল্লাহ তাআলা সবার ওপর রহমত নাজিল করুন।

কিছুদিন পূর্বে আলিম মুজাহিদগণের মিছিল থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন সীমাহীন ধৈর্যের অধিকারী বিশিষ্ট মুজাহিদ শাইখ হারিস বিন গাজি আন-নাজারি। মার্কিন ড্রোন হামলায় তিনি শাহাদাতবরণ করেছেন। অবিচল ধৈর্য ও সাওয়াবের প্রত্যাশা নিয়ে তিনি ময়দানে এগিয়ে এসেছিলেন, আর পিছু হটেননি, জিহাদরত অবস্থায় শহিদ হয়ে আপন রবের সাথে মিলিত হয়েছেন। আমরা তাঁকে এমনই জানি, তাঁর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহই জানেন ।

শাইখ হারিস যে ইখওয়ানুল মুসলিমিনে গড়ে উঠেছেন সেটা অজানা নয়। তাদের নিকট শাইখের কদর ছিল অনেক বেশী। এমনকি ইলমি পান্ডিত্যের কারণে তাঁকে 'আল-মাকতাবাতুশ শামিলা' বা বিস্তৃত গ্রন্থাগার বলা হত। এক পর্যায়ে তাঁর নিকট সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠলে তিনি দ্বীন কায়িমের মানহাজ হিসেবে জিহাদের পথ বেছে নেন, জিহাদের দুর্গম পথে আপতিত বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করেন, বরণ করেন যত দুঃখ-কষ্ট।

ইয়েমেনের রাজধানী সানআয় অবস্থানকালে শাইখ রহ. যে হক উপলব্ধি করেছিলেন তার দিকে মানুষকে দাওয়াত দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। শত্রুশক্তির কাছাকাছি অবস্থান তাঁকে দাওয়াতপ্রদান থেকে বিরত রাখতে পারেনি। বিভিন্ন মাসআলায় শরয়ি পর্যালোচনা লিখে তিনি মুজাহিদদের নিকট প্রেরণ করতেন। এর মধ্যে (كشف شبهات الديمقراطيين وكسر طاغوت اليمن) তথা গণতন্ত্রপন্থিদের সংশয় নিরসন ও ইয়েমেনের তাগুতের ধ্বংস শিরোনামে একটি কিতাবও রয়েছে। এটি ইয়েমেনের জাতীয় সংবিধানের ওপর শরয়ি গবেষণা ও গণতন্ত্রের দিকে আহ্বানকারীদের খন্ডন।

আল্লাহর পথে তিনি বারবার কারাবরণ করেন। এটি তাঁকে জিহাদের পথ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তারপর তাঁকে আল্লাহ তাআলা নিজ পথে অভিযানে বের হওয়ার তাওফিক দান করেন–দায়ি, শিক্ষক, মুজাহিদ ও মুরব্বি হিসেবে মুজাহিদিনের কাতারে তিনি শামিল হয়ে যান। ইলম অর্জন ও শিক্ষাদানে প্রচন্ড আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজের ভূমিকা লাইব্রেরী ও শিক্ষাঙ্গনের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি ছিলেন মসজিদে খতিব,মিডিয়ায় আলোচক,লাইব্রেরীতে গবেষক, শরিয়া কোর্সসমূহে শিক্ষক–সর্বোপরি জিহাদের ময়দানে সদাসতর্ক লড়াইরত বীর মুজাহিদ! সম্মুখসারিতে তিনি লড়াই করেছেন, অংশগ্রহণ করেছেন একাধিক গাজওয়ায়। তিনি একটি আত্মঘাতি হামলা পরিচালনা করে শহিদ হওয়ার তাওফিক কামনা করতেন।

সত্যের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেতনার পাশাপাশি জিহাদি কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও তাতে বিদ্যমান ত্রুটিসমূহের সংশোধনে তাঁর সীমাহীন আগ্রহ ছিল সর্বজন বিদিত। তিনি উপদেশ ও নির্দেশনা প্রদান করতেন, তালিম তারবিয়তের দায়িত্ব আদায় করতেন, সাবধান করতেন ভুল-ত্রুটি ও বক্রপথ থেকে। তাঁর নিকট কেউই উপদেশের উর্ধ্বে ছিল না। তিনি নেতৃবর্গকে নসিহা করতেন, তাদের মধ্যে সবার প্রথমে ছিলেন শাইখ আবু বাসির নাসির আল-উহাইশি রহ. (একিউএপির আমির ২০০৯-২০১৪)। কখনও কখনও তাঁর সঙ্গে তিনি কঠোর ব্যবহারও করেছেন। এই কাজটি তিনি নিছক ছিদ্রান্বেষণের জন্য করেননি, জিহাদ পরিত্যাগকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য যেমন অনেকে ভুল ধরার চেষ্টা করে সেরকমও নয়। বরং তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, যাতে আল্লাহর কালিমা জমিনে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টিমোতাবেক জিহাদি কার্যক্রম সঠিক পথে এগোয়।

আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন। জীবনের শেষভাগে তিনি মানুষের সমালোচনার শিকার হন। তারা অন্যায়ভাবে তাঁর দোষচর্চা করতে থাকে। কেউ বলে তিনি প্রান্তিকতার শিকার, আর কেউ বলে তিনি মুরজিয়া–আমাদের জানা মতে তিনি ছিলেন উভয় প্রকার অপবাদ থেকে মুক্ত, সত্যের পথে অবিচল, দ্বীনের ব্যাপারে কাউকে ছাড় দিতেন না, আপোষ করতেন না কারো সঙ্গে । আমি তাঁকে কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির ওপর অন্য কারো সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিতে দেখিনি। তাঁর ব্যাপারে এই আমার ধারণা।

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ আল্লাহওয়ালা আলেমদের অংশগ্রহণে সংগঠিত হওয়া আবশ্যক। একইভাবে সত্যিকার আলিমগণ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও শাহাদাতলাভের আকাঙ্ক্ষায় জিহাদে যোগদানের প্রতি মুখাপেক্ষী। একজন আলিম বলতে পারেন না–জিহাদের আমাকে কী প্রয়োজন ? কারণ তিনি জিহাদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন, জিহাদ আলিমের অপেক্ষায় বন্ধ থাকে না।

জিহাদে আলিমের ভূমিকা কেবল অফিসে বসে ফাতওয়া ও দিকনির্দেশনা প্রদানে, কিংবা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা ও দূর থেকে পর্যবেক্ষণে সীমাবদ্ধ হওয়া ঠিক নয়। বরং অবশ্যই তাদের প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা উচিৎ। জিহাদের কন্টকাকীর্ণ পথে আস্বাদন করা উচিৎ ভয়, ক্ষুধা ও নির্বাসনের কষ্ট। আলিমরা যখন এটি করেন, উম্মত বিজয়লাভের উপযুক্ত হয়ে যায়।

প্রত্যেক জাতিই তাদের আলিমগণকে নিজেদের আদর্শ মনে করে–তারা কোনো ভালো কাজ করলে তাদের অনুসরণ করে, অন্যথায় তাদেরকে ছাড়িয়ে নিজেরাই এগিয়ে যায়। বর্তমানে অনেক মানুষ জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার কারণ হল তারা আলিমদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করছে। এ যুগে তারা যখন অনেক আলিমকে দেখে–এমনকি তাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোকটিও দূর থেকেই কেবল পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে–তারা হাত গুটিয়ে নেয়, মনে মনে বলে: এতে যদি কল্যাণ থাকত তারা আমাদের আগেই যোগ দিতেন। এভাবেই মুসলিম ভূখন্ডসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে। ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে ভয়াবহ পরিণতির দিকে।

উম্মাহর এখন প্রয়োজন একদল নিষ্ঠাবান আলিম, যারা কল্যাণের পথে উম্মাহকে নেতৃত্ব দেবেন, নানা দুর্যোগ প্রতিহত করতে যারা এগিয়ে আসবেন। উম্মাহর নির্মল ভবিষ্যতের স্বার্থে তারা বরণ করবেন যত পঙ্কিলতা। সর্বস্ব বিলিয়ে দেবেন, শাহাদাতের বাজার থেকে যেকোনো মূল্যে শাহাদাতের সওদা করবেন। যেন পরবর্তীতে উম্মাহ শরিয়তের ছায়াতলে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারে।

একজন আলিমে রব্বানির ইমাম ও আদর্শ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ স., যিনি অন্যদের মতই জিহাদে অংশ নিতেন। উপরন্তু তিনি বলেন–

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

‘যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হওয়ার আশঙ্কা না করতাম, আমি কখনও এমন মুজাহিদ বাহিনির পেছনে বসে থাকতাম না যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে।’

রাসুল সা. রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন এবং ভয়ংকর সব স্থানে ছুটে যেতেন। বীরত্বের সাথে মোকাবিলা করতেন বিপদসংকুল পরিস্থিতি। সাহসী সাহাবিগণ তাঁর সঙ্গে থাকতেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি পরিখা খনন করতেন, ইট বহন করতেন নির্মাণকাজে। তাঁদের সঙ্গে ক্ষুধার্ত থাকতেন এবং সামান্য খাবার ভাগাভাগি করে নিতেন। ভয়ংকর পরিস্থিতিতে তাঁদের সঙ্গ দিতেন, সুসংবাদ দিতেন আল্লাহর প্রতিশ্রুতি শুনিয়ে। তাঁরা নিশ্চিন্ত হতেন, নিরাপদ বোধ করতেন। ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কাফেলাকে এভাবেই গড়ে তুলেছেন তিনি। একজন আলিম যদি চান, তাঁর বাণী ছড়িয়ে পড়ুক, সবাই তা গ্রহণ করুক–তাহলে তার প্রচারে তাকেই সবচেয়ে বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তার রক্তের হরফে যখন তা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হবে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম যুগপরম্পরায় তা ধারণ করবে। আর আল্লাহর বান্দাদের কাছেসে বাণী গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে।

পক্ষান্তরে শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাসকারী আলিমের দাওয়াত, বিপদ বা কুরবানি যার ভাগ্যে নেই–তিনি বিপুল সংখ্যক ভক্ত জোটাতে পারবেন, নিজের দাওয়াতের জন্য মূল্যবান শক্তি ও সময় ক্ষেপণ করবেন ঠিকই–কিন্তু প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জিহাদ তো দূরের কথা, তাদের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেওয়ার কথাও কল্পনা করতে পারবেন না।

সেই দাওয়াত যা তাগুতের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রেখে প্রসার লাভ করে তা এমনসব দায়িরই জন্ম দেয় যারা তাগুতের আনুগত্য স্বীকার করে। তাগুত যখনই কোনো সীমারেখা টেনে দেয় তারা বিধিনিষেধের সামনে মাথা পেতে দেয়। এভাবে তারা এমন স্থানে পৌঁছে যায় যে, আল্লাহর শত্রুদের ভয়ে ইসলামের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ থেকেও তারা সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে। তারা ঘোষণা করে, জিহাদ ও মুজাহিদিন থেকে তারা সম্পর্কহীন, জিহাদ তাদের দ্বীনের অংশ নয়। মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যকার সম্পর্কের প্রকৃতি তরলীকরণের চেষ্টা করে। এসব কিছুর পেছনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে দুনিয়াপ্রীতি ও মৃত্যুভীতি।

সাবধান! প্রত্যেক আলিম যেন নিজের অন্তর নিরীক্ষণ করেন–নিজেকে সিরাতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন। আলিম মুজাহিদরূপে নিজেকে গড়ে তুলেন–এটিই রাসুলের সুন্নাহ। সুন্নাহবিবর্জিত পন্থায় কোনো কল্যাণ নেই।

হে আল্লাহ, শাইখ হারিস আন-নাজারিকে আপনার রহমতের প্রশস্ত চাদরে ঢেকে দিন। তাঁকে শহিদ হিসেবে কবুল করুন এবং শহিদগণের সুউচ্চ মানজিলে পৌঁছিয়ে দিন। তাঁকে স্থান দিন নবি, সিদ্দিক, শহিদ ও পূণ্যবানদের সঙ্গে। আর আমাদেরও ফিতনামুক্ত অবস্থায় সম্মানের সঙ্গে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন। ইয়া রাব্বাল আলামিন।

শাইখ হারিস বিন গাজি আন-নাজারি রহ.	
জন্ম	ইয়েমেন
শাহাদাত	৩১ জানুয়ারী, ২০১৫, ইয়েমেন
শাহাদাতের কারণ	মার্কিন ড্রোন হামলা
পদবী	আলিম মুজাহিদ ও ধর্মীয় উপদেষ্টা একিউএপি